the dailyobserver
We stand for people's rights

Date: 03-09-2024 (Page: 04)

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ০৩-০৯-২০২৪ (পৃঃ ০৯)

জমিতে ধানের চারা তৈরি করছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি : সংগৃহীত

ধানের চারা পাবেন এক হাজার কৃষক

শুধু ত্রাণ দিয়েই কাজ সারেননি শিক্ষার্থীরা। বন্যা-পরবর্তী ধাক্কা মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে সাড়ে সাত শ বিঘা জমির জন্য ধানের চারা তৈরি করছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। তাঁদেরই একজন বাকৃবির হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের ছাত্র আব্দুল্লাহ আল মুন্না। আল সানিকে এই উদ্যোগের পেছনের গল্প বলেছেন তিনি

আমন ধান মাত্রই লাগিয়েছিলেন দেশের বেশির ভাগ কৃষক। সেই আবাদ বন্যার পানিতে একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। পরিসংখ্যান বলছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা সাত লাখের বেশি। ফসলের ক্ষতিও হয়েছে হাজার কোটি টাকার ওপরে। অন্তত ১২টি জেলার আমন ধান, আমনের বীজতলা ও শাক-সবজির চাষাবাদ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এই বন্যায় যে পরিমাণ ধানের জমি আক্রান্ত হয়েছে, তাতে করে অন্তত ৮.৫ লাখ টন চালের উৎপাদন নষ্ট হওয়ার শঙ্কা আছে। দেশের এ রকম দুর্যোগকালে এগিয়ে আসার জন্য কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা 'অ্যাগ্রি স্টুডেন্টস অ্যালায়েন্স' গঠন করেছিলেন অনেক বছর আগে। এবার তাঁরাই কৃষকদের জন্য চারা উৎপাদন শুরু করেছেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে একেবারে শুরুতে বাকৃবির পাঁচ একর, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একর, চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে চার একর, লক্ষ্মীপুরে এক একরসহ মোট ১২ একর জমিতে বীজ ছিটিয়ে চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় চারা রোপণের জমির পরিমাণ বেড়েছে আরো কয়েক গুণ। ধানের বীজ বপনের ১৮-২০ দিন পর চারা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। আমাদের চারাগুলো পরিপক্ব হওয়ার কাছাকাছি। উৎপাদিত এসব চারায় রোপণ করা যাবে সাড়ে সাত শ বিঘা জমি। আমরা বাকৃবির কৃষিতত্ত্ব বিভাগের গবেষণা মাঠের এক একর জমিতে ২০০ কেজি বিনা ধান ১৭-এর বীজ বপনের মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করি। বিনা-১৭ স্বল্পমেয়াদি হওয়ায় কৃষকদের বন্যা-পরবর্তী ধান লাগানোর বিষয়টি অনেক সহজ হবে।

> দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এই উদ্যোগে আমরা সবাই শিক্ষার্থীদের পাশে আছি এবং চেষ্টা করছি যাতে এই চারা দ্রুত এবং সঠিকভাবে কৃষকদের হাতে পৌঁছায়
>
> **ড. এ বি এম আরিফ হাসান খান রবিন**
> অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি

যেকোনো স্থানে বন্যার পানি ৭ থেকে ১০ দিন থাকলে ধানের জমি ও বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। ১৪ থেকে ২১ দিন বন্যায় প্লাবিত হলে সেখানে নতুন করে বীজতলা বা চারা উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না। আবার নাবি আমন ধানে রোগবালাই ও চিটা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এত কিছু না ভেবে পানি নেমে যাওয়ার পর পরই কৃষকরা কাস্তে হাতে আবার মাঠে নেমে পড়বেন তা আমরা জানি। উপযুক্ত চারার অভাবে তাঁদের যেন হতাশ না হতে হয়, সেই চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। যেহেতু বন্যা এবার বেশ দীর্ঘস্থায়ী, এ জন্য কৃষকরা ধানের চারাসংকটে ভুগতেন মৌসুমজুড়ে, সে ক্ষেত্রে দেশের চাহিদা মেটাতে আমাদের বিশাল পরিমাণে চাল আমদানি করতে হতো। এই সমস্যা মোকাবেলায় আমরা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা বন্যার গতিবিধি বুঝে দ্রুতই ধানের চারা উৎপাদন শুরু করে দিয়েছিলাম, যেন পানি নেমে গেলে তৎক্ষণাৎ চারা সরবরাহ করতে পারি। এবারের আমন ধানের মৌসুম ভালোভাবে পার করতে পারলে পরবর্তীতে বোরো মৌসুম যথাসময়ে ধরতে পারব। কৃষকের ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনতে একটি পরামর্শকদল গঠনেরও উদ্যোগ নিয়েছি। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাশাপাশি ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা থাকবেন, যারা মৌসুমজুড়ে বন্যাকবলিত কৃষকদের পরামর্শ দেবেন। পুরো প্রকল্প শেষ করতে আমাদের ২০ লক্ষাধিক টাকার দরকার। এখন পর্যন্ত পেয়েছি পাঁচ লাখের মতো। তবে অনেক বীজ কম্পানি আমাদের ধানবীজ দিচ্ছে বিনা মূল্যে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরাও অর্থ সাহায্য করছেন। প্রাথমিকভাবে আমরা প্রায় ১০০০ জন বন্যাদুর্গত কৃষককে বিনা মূল্যে চারা, প্রয়োজনীয় সার, কীটনাশক ও নগদ অর্থ প্রদানের জন্য কাজ করছি। সবার সহযোগিতা পেলে এই সংখ্যা আরো বাড়বে।